দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 06 2002
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ .....

মাদ্রাসার বিরুদ্ধে জনমত তৈরীর চেষ্টা কঠোর হাতে মোকাবিলা করার হুঁশিয়ারি

পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা বন্ধের বিষয় নিয়ে মুসলমানদের পাশে বিরোধী দলগুলো

মহসিন মিলন ॥ পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা বন্ধের বিষয়টি নিয়ে বিরোধী দলগুলো মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিরোধী দলগুলো বলছে, সরকার সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। কংগ্রেস বামফ্রন্ট সরকারের কাছে মাদ্রাসা নিয়ে শ্বেতপত্র চাইছে। সেই সাথে সর্বদলীয় বৈঠকও চাইছে তারা। লোকসভায় গত সোমবার কংগ্রেসের প্রিয় রঞ্জন দাস মুনসী এই দাবী তুলেছেন। তৃণমূল কংগ্রেস অবশ্য সর্বদলীয় বৈঠকের বিরোধিতা করলেও শ্বেতপত্র তৈরীর পক্ষে

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তারা। আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে জানা যায়, নির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া মাদ্রাসার বিরুদ্ধে জনমত তৈরীর চেষ্টা চালালে তা কঠোর হাতে মোকাবিলা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সাবেক সংসদ সদস্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর সর্বভারতীয় সভাপতি মাওলানা আসান মাদানি। রায়গঞ্জের সংসদ সদস্য বলেছেন, তিনি তার এলাকার ৫০টির মত মাদ্রাসা ঘুরে দেখেছেন, বেশ কয়েকটিতে ৪০ শতাংশ হিন্দু ছাত্র শিক্ষক রয়েছেন। তিনি আরো বলেন, সব সংখ্যালঘু মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তুললে কিভাবে আইএসআই-এর বিরুদ্ধে লড়াই হবে। প্রিয়রঞ্জন দাস আরো বলেন, সিপিএম ক্যাডাররা সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা নিয়ে তিনি কংগ্রেসের সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে একটি রিপোর্ট দেবেন। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারী মুসলিম সংগঠনের প্রতিনিধিরা আসছেন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করতে। ১১ ফেব্রুয়ারী রবীন্দ্র সদনে মাদ্রাসা বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রীর একটি বৈঠক হচ্ছে। রাজ্য বিজেপি সভাপতি অসীম ঘোষ বলেন, মাদ্রাসায় দেশ বিরোধী ও ধর্মবিরোধী কাজ-কর্ম বন্ধের ব্যাপারে রাজ্য সরকার কত দ্রুত ব্যবস্থা নেয় আমরা তা দেখতে চাই। সিপিএম-এর ন্যায় বিজেপি ও তাদের নিজস্ব ক্যাডার দ্বারা সংখ্যালঘুদের উপর নজরদারি ও মাদ্রাসার ওপর খোঁজ-খবর নেয়ার বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছে। মুসলমানদের উপরও মাদ্রাসা নিয়ে যে জটিলতা চলছে তা নিয়ে সাবেক সংসদ সদস্য মাদানি বলেছেন, সিপিএম-এর সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দকে এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কারণ মাদ্রাসা শিক্ষা আমাদের ধর্মীয় অধিকার। এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কঠোর হস্তে মোকাবিলা করা হবে।